

On the eve of "Best Community Clinic Award Giving" And "E-learning Program" for CHCP's Inaugurated by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina.















Revitalization of Community Health Care Initiatives In Bangladesh (Community Clinic Project)





রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঢাকা।

৭ ভাদ্র ১৪২২ ২২ আগষ্ট ২০১৫

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিক এ্যওয়ার্ড-২০১৪ (Best Community Clinic Award 2014) প্রদান তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে একটি ফলপ্রসু পদক্ষেপ।

১৯৯৮ সালে সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গুড়ে ওঠা কমিউনিটি ক্লিনিকু 'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ' এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে ১২ হাজার ৯০৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ১৩ হাজার ৮৬১ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌছে দিচ্ছে। ফলে মা ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাত্রার মান।

স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সফলতা কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন। গ্রামের জনগণ বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম আজ দেশে-বিদেশে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। স্বাস্থ্য খাতে সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন ইতিমধ্যে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

প্রযুক্তিগত দক্ষ্তা এবং পেশাগত জ্ঞান লাভের মাধ্যমেই সেবাদানকারীগণ এ কাজে অধিকতর যৌগ্য হয়ে উঠতে পারে। তারা দৈনন্দিন স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনগুণকে সচেতন এবং কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে আরও নিবিড়ভাবে সম্পুক্ত করতে পারবে। ওয়েবভিত্তিক ই-লার্নিং কার্যক্রম এক্ষেত্রে ইতিবাচক ও কার্যকর প্রভাব ফেলবে বলে আমার বিশ্বাস।

কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হোক -এ কামনা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।







প্রতিমন্ত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিককে পুরস্কৃতকরণ এবং কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের ই-লার্নিং কার্যক্রমের উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

বাংলাদেশের তিন চতুর্থাংশ মানুষের বসবাস গ্রামে। এই গ্রামীণ জনগণ বিশেষতঃ হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৮ সনে জনগণের অংশিদারিত্বের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেন। জনগণের দানকৃত জমিতে সরকার অবকাঠামো নির্মাণ করেছে, সেইসাথে জনবল নিয়োগ সহ ঔষধ, যন্ত্রপাতি যা প্রয়োজন সবই করেছে সরকার। কিন্তু কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পরিচালনা করছেন স্থানীয় জনগণ। এলক্ষ্যে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল অংশ নিয়ে একটি কমিউনিটি গ্রুপ এবং প্রতিটি কমিউনিটি গ্রুপকে সহযোগিতা করার জন্য গঠিত হয়েছে ৩ টি করে সাপোর্ট গ্রুপ। এই কমিউনিটি গ্রুপ কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষন, মেরামত, জনগণকে উদুদ্ধকরণ, তহবিল গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এর প্রতিনিধিগণ কমিউনিটি ক্লিনিকের স্থায়িত্বশীলতায় এগিয়ে এসেছে। প্রকল্পের পক্ষ হতে কমিউনিটি গ্রুপ, সাপোর্ট গ্রুপ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা, এনজিও এমনকি দানশীল ব্যক্তি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা ও এর উন্নয়নে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দরিদ্র ও অসচেতন জনগোষ্ঠীকে একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসমত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট করতে কমিউনিটি ক্লিনিকের অবদান অনস্বীকার্য। নবদস্পতি ও জন্ম-মৃত্য নিবন্ধন, সাধারণ রোগ/সমস্যার নিরাময়সহ সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ, নারী নির্যাতন, ইভ-টিজিং, এসিড সম্ভ্রাস, মাদক ইত্যাদি প্রতিরোধেসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম আজ একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে। বর্তমান সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং উন্নত বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী এবং সুদূর প্রসারী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিককে পুরস্কৃত করা নিঃসন্দেহে প্রেরণাদায়ক বিষয়। এতে কাজের স্বীকতির পাশাপাশি অন্যরাও ভাল কাজ করতে উৎসাহী হবেন।

কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল এবং স্থায়ীকরণে সকলকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানাচিছ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক

Kalrit Nalign জাহেদ মালেক, এমপি।

Community Clinic: Health Services at the door-steps of rural people Dr. Makhduma Nargis Additional Secretary & Project Director, RCHCIB

In 1971 we achieved independent & sovereign Bangladesh through our great liberation war under the leadership of Father of the Nation, the greatest Bangalee of thousand years, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, at the cost of three million

martyrs. Since independence, Bangladesh took different pragmatic steps to rebuild the war-torn country including the health sector. Bangabandhu's government took initiative for decentralization of health services through establishment of Thana (Upazila) Health Complex with a vision to extend health services to the grass root level in phases. Bangladesh was one of the signatories in WHO's "Alma-Ata Declaration" in 1978 with a pledge to ensure Health for All (HFA) by 2000 through Primary Health Care. Accordingly Bangladesh was moving forward with its own strategy to achieve HFA. But it was observed in 1996 that Bangladesh is quite behind the target in different parameters. The notable reasons were unavailability of resources & inaccessibility of PHC to the vast rural community which comprises of three quarters of population. Community participation was not also satisfactory. But these were the important principles of PHC. In this context in 1996 Govt. of Bangladesh planned to establish Community Clinics to extend Essential Service Package of PHC to the door steps of rural community

So government in 1998 planned to establish 13500 Community Clinics (CC), one CC for around oood population in rural Bangladesh. From the very beginning of this unprecedented initiative community participation was ensured as Community Clinics were constructed on community donated land. During 1998-2001 period 10723 Community Clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 2001 due to the change of government these clinics were constructed and majority were made functional. But in 200

On 26 April 2000 the then Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated Gimadanga Community Clinic of Patgati union at Tungipara upazila under Gopalgonj district. 26th April is observed every year as the CC establishment day & is being observed.

Due to long closure for more than 7 years, people were disappointed as they were deprived of CC's services. The current govt. after getting responsibility in 2009 started revitalization of Community Clinic as flag-ship program through the project "Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh", with project duration of 5 years. Under this project CCs built during 1998-2001 have been made functional after necessary repair, deployment of service providers, supply of medicine & other logistics support. Besides these, new CCs constructed under the project have also been made functional. Later on Project duration has been extended for 1 year with an additional 361 CCs for very difficult to reach and isolated areas with new target of 13861.

Community Clinic is the lowest tier one-stop service outlet for health, population and nutrition services at the grass root level. It is preventive biased and basically meant for health education, health promotion, treatment of minor ailments, first aid for minor injuries, identification of emergency and complicated cases with referral to higher facilities for proper management.

Service Delivery:

Service period: 9 AM-3 PM (Daily except Friday & Govt. holidays) Providers: Community Health Care Providers (CHCP), Health Assistant (HA),

Services provided from CCs: o Maternal and Neonatal services

Family Welfare Assistant (FWA)

o Integrated management of childhood illness (IMCI) o Reproductive Health services and Family Planning

o Registration of newly married couple, pregnant mothers, birth and death; preservation of EDD

o Nutritional education and micronutrient supplementation o Health, Nutrition and FP education & counseling

o Treatment of common diseases and problems & first aid for the minor injuries

o Screening of Diabetes, Hypertension, Autism, Club feet and referral to higher facilities o Normal delivery with the availability of trained manpower & other facilities o Identification of emergency and complicated cases with referral to higher facilities

o Establishing an effective referral linkage.

o Establishing an effective MIS and database of community Service Providers:

Community Health Care Provider (CHCP) the main provider, works 6 days and HA and FWA work alternatively 3 days in a week.13839 CHCPs have been recruited out of 13861 (1 for each CC). They are of the same locality and

literacy. They have undergone basic training for 12 weeks (6 weeks is theoretical and 6 weeks is practical). For this training WHO and JICA extended their support. We express our gratitude and thanks to them. Female CHCPs are being provided CSBA training (6 months) in phases for conduction of normal deliveries along with effective ANC & PNC. Till to date 937 female CHCPs have been imparted CSBA training & providing services in own working CC. Besides this they received some other training i.e. Nutrition, Computer, Autism, Arsenicosis, Tuberculosis, Non communicable disease, MIS etc. Community Engagement: Community Clinic is a unique example of Public Private Partnership (PPP) as all CCs are constructed on community

majority are female (53%). Most of them are graduates though their eligible qualification was HSC with computer

donated lands; construction, medicine and all necessary logistics, service providers are from government but the management is done by the Community. Government renders only the technical support. So community participation, engagement and ownership are the vital factors for smooth & effective functioning and monitoring of CC in addition to

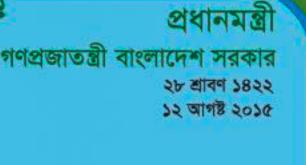
Community Group (CG):

Community Group is the pivotal element of Community Clinic. For each CC there is a community Group (CG) consisting of 13-17 members, headed by local UP member, having at least 1/3rd female that in true sense represents its catchment population of different segments. The CG ensures security, cleanliness, local fund generation with transparent utilization i.e. the overall management of CC. The CG members of all the functional CCs have been trained for 2 days following specific training manual & trainer's guide. CHCP is the member secretary of CG. CG meets once in a month. Concerned UP Chairman is the Chief Patron for all the CCs of the union.









জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনটি ক্লিনিককে পুরস্কার প্রদান এবং কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের ই-লার্নিং কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্রিষ্ট সকলকে অভিনন্দন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডায়েরি থেকে প্রাপ্ত ধারণাই কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের দোরগোড়ায় অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দিতে। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তুবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬ -২০০১ মেয়াদে আমাদের সরকারের সময়ে আমরা প্রতি ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে দেশব্যাপী সর্বমোট ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেই। এর মধ্যে ১০ হাজার ৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করি।

২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট এ ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়। আমরা এবার সরকারে এসে এগুলো আবার চালু করি। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে নতুন করে কয়েক হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করি। এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৩০১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। আমরা ১৩ হাজার ৭৮৪ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দিয়েছি। ২০০৯ হতে ২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ৪০ কোটিরও অধিক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ সেবা গ্রহণ করেছেন

গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম আজ দেশ-বিদেশে নন্দিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় কমিউনিটি ক্লিনিকও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সকল কমিউনিটি ক্লিনিক আজ ইন্টারনেটের আওতাভুক্ত যাতে অচিরেই ই-লার্নিং এবং ই-হেলথ সন্নিবেশিত হবে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা এবিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট আছি। স্বাস্থ্য খাতে আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হয়েছে। নবজাতক, শিশু ও নারীদের স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে কাঞ্চ্চিত উন্নতি হয়েছে। আমাদের এসকল কাজের স্বীকৃতি স্ব রূপ আমরা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছি।

একটি সুস্থ জাতিই পারে উন্নত দেশ গড়তে। আমি আশা করি, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা বিশেষ করে সমাজের বিত্তবানরা

কমিউনিটি ক্লিনিক জনগণের সম্পদ। আমি কমিউনিটি ক্লিনিকের টেকসই অগ্রযাত্রায় সকলের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিককে পুরস্কার প্রদান এবং কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের ই-লার্নিং কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।





সচিব ষাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক Best Community Clinic Award 2014 প্রদান করা হচ্ছে তাছাড়া, Interactive Learning Module কায়ক্রমের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত চিন্তা-চেতনা প্রসৃত ধারণা হতে উদ্ভূত তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার এক অন্যন্য মডেল। ১৯৯৬ সালে যাত্রা শুরু করে ২০০১ সালে রাজনৈতিক করিনে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ১০৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ ও অধিকাংশ চালু করা সম্ভব হয়েছিল। দীর্ঘ ৭ বছরেরও অধিককাল বন্ধ থাকার পর ২০০৯ সালে পুনরুজ্জীবিত করে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১২৯০৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ ও চালু করা সম্ভব হয়েছে। 'শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাাঁচায় প্রান' - এই শ্লোগানটি হৃদ্ধে ধারণ করে নিয়োগকৃত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার এবং স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ জনগণের দোর গোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পৌছে দেওয়ার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন

মাননয়ি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে ই-লার্নিং কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। সেবা প্রদানের পাশাপাশি ক্লিনিকগুলিকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। সংশ্রিষ্ট কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এলাকার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ, হালনাগাদ করণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগুলি ব্যবহার করছেন। একই সাথে উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা, তথ্য আদান-প্রদান, রোগী ব্যবস্থাপনা ও রেফারেল বিষয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন

আমি আশা করব আলোচিত ই-লার্নিং কার্যক্রমের মাধ্যমে সিএইচসিপিদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন হবে । ফলে সার্বিভাবে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। আমি পুরস্কার প্রাপ্ত কমিউনিটি ক্লিনিক সংশ্রিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদের সহ অন্যান্য সকলকে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান আরও উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানাই।

moters সৈয়দ মন্জুরুল ইসলাম

Community Support Group (CSG): Besides this, in the catchments area of each CC there are 3 Community Support Groups (CSG) comprising of 13-17 members with at least 1/3rd female members. 1 CG member who resides at the respective CSG catchments area is member secretary as he/she can keep constant liaison with CG. The CSG is helping CG in the management of CC, awareness rising of the community in respect of the services available in CC along with the common health, family planning and nutrition related messages. It also helps CG in raising fund. CSG members have been trained all over the country following specific training manual & trainer's guide. It was supported by JICA too.

Very common but essential medicine is supplied to CCs. Initially the list was of 25 items. But as per need and reality the list has been enlarged to 30 items of drugs. During the project period medicine worth about Tk. 6.6 billion has been supplied to CCs and on an average each CC gets medicine of around Tk.0.11 million per year. All the medicine is supplied by government owned Essential Drug Company Limited (EDCL).

At present 13006 CCs are on board & the number is increasing successively. All sections of villagers particularly the poor, mothers and children are getting services from the nearby CCs. From 2009 - June 2015 more than 405 million visits were made by the service seekers to get services from CCs and around 8.7 million have been referred to higher facilities for better management. In addition normal deliveries are being conducted in 948 CCs with the availability of trained provider and from where patients can be referred easily if necessary. New facilities are being added in this list. From 2011 to 2015 June, 15419 normal deliveries have been conducted in CCs without any casualty. The rural

Growth monitoring of children is also being done by using GMP card, MUAC tape. Other IEC materials of different programs of Health, family planning and Nutrition are being used for health education session in the Community

Advertisement and Publicity: For mass awareness on Community Clinic three TV spots have been developed and are on air. Bill boards and

signboards have been installed in City, Division, District, Upazila and CC levels. One TV serial of 13 episodes on CC titled "Amader Nishchintapur" has been developed with the participation of eminent artists of the country and are shown in 2 TV channels. Voice Call of Hon'ble Prime Minister has been sent to the mobile phone users all over rural Bangladesh requesting them to seek services from CCs. Several documentaries have been made on CC & shown in different forums at home and abroad. A nationwide mass campaign on different aspects of CC has been conducted through miking, branded cars, leaflet distribution, show with TV spot, documentary, songs of eminent artists and speeches of local govt. representatives & district and Upazila managers.

Monitoring is important but more difficult compared to the facilities of Union, Upazila and other levels nearer to head quarters as the CCs are located in remote areas. In spite of this, monitoring of the CCs is being done regularly by using specific checklists.

The activities of CCs are being supervised and monitored from different levels - National, Division, District and Upazila levels. Hon'ble Minister, MoHFW; Hon'ble State Minister, MoHFW; Hon'ble Secretary, MoHFW and high officials of other relevant ministries visit CCs at different times. Project Director, RCHCIB visits CCs regularly all over the country. Other officials of the project are also visiting CCs. DD, Health of Division cum DPD of 7 divisions are also visiting CCs of respective divisions. DGHS and DGFP have issued circular having structured instruction for different level (national - Upazila) managers to supervise CC. The officials who visit CCs are using specific checklists. Under WHO support 7 Field Monitors (1 in each district) are also supervising and monitoring CC activities in a rotating manner (3 months in 1 district) where performance is low. They have been visiting CC for in depth monitoring. They also use the specific checklist and share their findings with the project once a month. Besides this DMCH&IOs under GAVI-HSS visit CCs in addition to other tasks. Monitoring is also being done through mobile tracking of CCs from project office, analyzing the monthly report and

monthly meeting of different levels. Support from DPs & UN Agencies: During our revitalization journey the following DPs & UN Agencies have extended their support with Finance and or

TA. It includes WHO, JICA, GAVI-HSS, UNICEF, USAID, TIKA, DFID. We express our gratitude & thanks to Collaboration with NGOs: For effective implementation of CC activities we have collaboration with the following NGOs. Plan International, VSO, CARE, DASCOH, ARK, PHD, M-CHIP, SPRING, Walk for life, World Vision, Terre des homes, Save the

Action Aide. We also express gratitude to our partners.

Contribution for building digital Bangladesh: Govt. of Bangladesh has been working to make digital Bangladesh with "Vision 2021". In accordance with this, RCHCIB is also working. All the CCs have been provided with Lap Top & Modem. At present 85% CCs are reporting on line. E-learning for CHCPs will be inaugurated by Hon'ble Prime Minister on August 22, 2015. In near future E health program will be started encompassing CC. Community Clinic has now become an "Information Hub" for Health, Family Planning Nutrition and general information.

Strategy for selection of best Community Clinics: Community engagement is the most important factor for effective functioning and sustainability of Community Clinics. Through Upazila Parishad, Union parishad, Community Group, Community Support Group, around 1 million elected and non-elected representatives of the community is directly involved with CC activities. It can be observed where this engagement is strong and that particular Clinic is running better in comparison to others. We wanted to identify and endorse the best CCs to encourage them and also that others can follow. Keeping this in mind we planned to identify the best CC of the Upazila, District, Division and National levels. In this respect WHO supported us both technically and financially. Specific checklists have been developed to evaluate the CCs on different aspects- Conclusion: e.g. infrastructure, premises, service providers, services, health education, use of IEC materials, supervision, record keeping, involvement of CG,CSG,UP & Upazila Parishad, local fund generation, local level planning, any innovative local initiative, client satisfaction etc. Through physical visit with specific checklist and considering all other relevant information Upazila managers under the leadership of UHFPO selected Upazila best CC. District managers under the leadership of Civil Surgeon, through physical visit and





৭ ভাদ্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২২ আগষ্ট ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিককে পুরস্কৃত করার আয়োজনের সংবাদে আমি আনন্দিতু। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনার দয়িত্ব গ্রহণের পর জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালে কুমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম শুরু হুয় এবং ২০০১ সাল অবধি ১০৭২৩ টি নিূর্মাণ এবং প্রায় ৮০০০ টি চালু করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এই মহতী কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘ ৭ বছরের অধিককাল বন্ধ থাকার পর ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পুনরুজ্জীবীতকরণের কাজ হাতে

এ সময় পুরাতন ১০৬২৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত, ২৮৭৬ টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, দূর্গম এলাকার জন্য অতিরিক্ত ৩৬১ টি কুমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা

হয়। বর্তমানে এ প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে একজন করে কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) নিয়োগ দেওয়া হুয়েছে। তাদের ৩ মাস ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৩০ প্রকারের ঔষধসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রত্যেক সিএইচসিপিকে ইন্টারনেট সংযোগসূহ ল্যাপুটপ সুরবুরাহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৩ জন সেবা প্রদানকারী সেবাদান করছে। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে নিরবচ্ছিন্তাবে গ্রামীণ জনুগোষ্ঠীর দোরুগোড়ায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌছে দিচ্ছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক আজ ইপিআই আউটরীট সাইট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ যাবৎ ৩৮ কোটিরও বেশী

ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণ কুরেছেন। এ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মা ও শিশুরা অগ্রাধিকার পেয়েছে। তাছাড়া ৯ শ'র উপরে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসবু সম্পন্ন হচ্ছে। এ সংখ্যা দিন দিন বুদ্ধি পাচেছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ফসল এই কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম আজ সারা বিশ্বে প্রশংসিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক সহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের এই সেবা কার্যক্রমকে

অন্যান্য দেশের জন্য মড়েল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই । এই স্বীকৃতি দেশের সকুলু কুমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সেবা প্রদানে অনুপ্রাণিত করবে। কমিউনিটি ক্লিনিক কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে জানাই

আন্তরিক ধন্যবাদ । আমি কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক







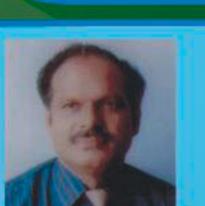
মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বিগত বছরের ন্যয় এবছরও শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিক পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি যারপরনাই আনন্দিত। সেই সাথে আমি জানতে পারলাম যে, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের জন্য বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ, খাদ্য-পুষ্টি, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে অনলাইনে প্রশিক্ষণ তথা ই-লার্নিং প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সিএইচসিপিদের এই ই-লার্নিং কার্যক্রমের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। কমিউনিটি ক্লিনিক আজ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা সেবার

বাইরে থাকা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক এ পর্যন্ত ৩৮ কোটি ভিজিট আর ৭০ লক্ষ মানুষকে উচ্চতর পর্যায়ে রেফারেলের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। অবকাঠামো নির্মাণ শেষ পর্যায়ে, এমনকি দুর্গম পাহাড়, চরাঞ্চল, হাওড় ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর নিকট কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। রুপকল্প ২০২১ এর অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে বাংলাদেশকে ডিজিটালকরণ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সে লক্ষ্যে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ওয়েব ভিত্তিক এবং এর সম্প্রসারণ কার্যক্রম ডিজিটালকরণের পথে আরো একটি মাইলফলক। সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে এই কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে উন্নত সেবার আওতায় আনা হচ্ছে যা নিঃসন্দেহে বিশাল এবং প্রশংসনীয় কাজ। এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ। জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিক নির্বাচনের মাধ্যমে ভাল কাজের যেমন মূল্যায়ন করা হয়েছে তেমনি

এটি অন্যদেরকের ভাল কাজে অনুপ্রানিত করবে। শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্রিনিকের সঙ্গৈ সংশ্রিষ্ট সকলকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। সার্বিকভাবে কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সংশ্রিষ্ট সকলকে জানাই গুভেচ্ছা।





প্রফেসর ডা. দ্বীন মোঃ নুরুল হক

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিককে পুরস্কৃত করার আয়োজনের সংবাদে আমি আনন্দিত। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিক জনগণের দোরগোড়ায় মানমত সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীরা একসাথে কাজ করছেন। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো এখন পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর আউটলেট। সংশ্রিষ্ট এলাকার সক্ষম দম্পতিরা কমিউনিটি ক্লিনিক হতে পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ ও সেবা পাচ্ছেন। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিশাল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। এ সমস্যা মোকাবেলা করে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন শুধুমাত্র পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর একার পক্ষে সম্ভব নয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এ সমস্যা সমাধান করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এ কথা অনস্বীকার্য যে, কমিউনিটি ক্লিনিক হলো অন্যতম প্রাটফর্ম যেখান থেকে সবার একসাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ

কাজে লাগিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবার পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান পেক্ষাপটে কমিউনিটি ক্লিনিক ঘিরে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে। এজন্য এখান থেকে যারা সেবা প্রদান করছেন তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া বলে আমি মনে করি। এরই প্রেক্ষিতে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) দের চাকুরিরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ এবং ই-লানিং এর উদ্যোগ অত্যন্ত যুগোপযোগী যা কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সুষ্ঠভাবে সেবাদান করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে

কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমের মান উন্নয়ন এবং টেকসইকরণে সংশ্রিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করছি। পরিশেষে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিক নির্বাচন, পুরস্কার প্রদান আয়োজন এবং কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের জন্য ই-লার্নিং কার্যক্রমের উদ্যোক্তাদের আমি ধন্যবান জানাচ্ছি

মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

reviewing the checklists of the Upazila best ones, selected the district best. The divisional managers under the leadership of Director, Health through physical visit and reviewing the checklists selected the best one in each division and sent the list to the Project Office. These best 7 Community Clinics will receive award on August 22, 2015 from the Hon'ble Prime Minister. Congratulations to all the stakeholders for their grand success! Children, ICDDRB, BRAC, VERC, ARAM Foundation, MI, Alive & Thrive, BADAS - PCP, ACDI-VOCA & PCI, List of Divisional best 07 Community Clinics:

Sl. No.	Name of CC	Union	Upazila	District	Division
1	Vatgaon	Rashidabad	Kishoreganj Sadar	Kishoreganj	Dhaka
2	Sandip Para	Aziznagar	Lama	Bandarban	Chittagong
3	Mallikpara	Pakshi	Ishwardi	Pabna	Rajshahi
4	Fatepur	Daulatpur	Harinakundu	Jhenaidah	Khulna
5	Amtalipara	Baliatala	Kalapara	Patuakhali	Barisal
6	Gungadiya	Muria	Beanibazar	Sylhet	Sylhet
7	Hakerhat	Khamar Para	Khansama	Dinajpur	Rangpur

Now community clinic is an integral part of Bangladesh Health System particularly of Upazila Health services. We hope that the journey of Community Clinic to ensure primary health care services for the rural community will remain uninterrupted and with active participation and commitment of all stakeholders will go ahead. Bangladesh will achieve Health for all in true sense and we will be able to achieve the MDGs specially 4 and 5 within the stipulated time. This is our expectation.

শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ।